Registered No. 15.

# অমৃত বাজার পত্রিকা

Srimati Mahranee Swarnamoyi,
Kasimbazar, Dak Berhampore.

৫ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ১৭ ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, সন ১২৭৯ সাল। ইং ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ৩ সংখ্যা।


## বিজ্ঞাপন।

### নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

বাগবাজার ৫৭ নং রাম কান্ত বসুর লেন, ন্যাসন্যাল থিয়েটররের বাটি এবং অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মুল্য এক টাকা। ডাক মাশুল /০ আনা।

---

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

(BEING ACT No. OF 1872.)

WITH

Notes consisting of copious apt extracts from Text Writers, numerous illustrative cases both Indian and English, appropriate quotations from the reports of the Select Committee and other sorts of explanatory remarks and comments.

INTO WICH IS INCORPORATED

THE INDIAN EVIDENCE ACT AMENDMENT ACT,

AND TO WHICH IS APPENDED

THE INDIAN OATHS ACT.

BY

KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.

*Price Rs .4.*

To be had at the Amrita Bazar Puttrika Office

— :: —

### কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৸৵০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজ বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

---

### বাল চিকিৎসা।

১ম খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৫৷০ টাকা। শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্দি চিকিৎসালয়ের সব্ এসিষ্টাণ্ট, সার্জ্জন কর্ত্তৃক প্রণীত। নেটীভ্ ডাক্তার এবং গৃহস্থদিগের ব্যবহারার্থে অতি সরল ভাষায় রচিত। ডাক মাশুল [illegible] আনা পাঠাইলে ইহার ভুমিকা ও সূচীপত্র দেওয়া যাইবে।

বিক্রয়ের ঠিকনা (এখন তক ধার্য্য হয় নাই)

---

### বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। কলিকাতা চোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭ নং ভবনে ডাক্তার ভূবন মোহন সরকারের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

—॰—

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুর নামক পল্লীর মধ্যে জাতীয় হিন্দুমেলা আগামী ২৫এ ফাল্গুন হইতে তিন দিবসের নিমিত্ত অতি সমারোহে উক্ত স্থানের জমিদার বাবুদিগের বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে হইবে, তজ্জন্য সর্ব্ব প্রকার ব্যবসায়িদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে, যে প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া আসিবে, তৎ সমুদায় বিক্রয় হইয়া যথেষ্ট লভ্য হইবে এবং যাহার আনীত দ্রব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে পুরষ্কার দেওয়া হইবেক।

শ্রীরাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী
অধ্যক্ষ।

---

বিডন স্কোয়ারের উত্তর ৯৬ নং বাটী।

### শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
### ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

---

### শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার
### প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থ হইবে।

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাস্লুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ৷৵০ আনা

---

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড মধুমেহ, অর্শ; বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে" প্রস্তুত আছে

ঔষধের মূল্যের জন্য যাহারা পৌষ্টেজ্ ষ্ট্যাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মূল্যের ষ্টাম্প পাঠান।

---

### শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
### হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতি দিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূল গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মল্য ,, ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাস্থুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ৷৵০ আনা

---

### শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
### কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷০ টাকা। ডাক মাস্থুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যতপ্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

---

### পৌরাণিক ভারতবর্ষ।

নয়খান রয়াল কাগজের মানচিত্র ও এক খান পৌরাণিক ভারতবর্ষের মানচিত্রবিশিষ্ট মানচিত্রাবলী মূল্য ৩ টাকা। ডাক মাস্থুল ।০ আনা।

### মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মুল্য ১ টাকা ডাকমাস্থুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থদ্বয় কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

---

## বিজ্ঞাপন।

ঋষিচরিত নাটকের দশ আনা মূল্য স্থির করা ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ফর্ম্মা বৃদ্ধি হওয়াতে ৸০ বারো আনা হইল। গ্রাহক মহাশয়েরা মূল্য পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন। মফস্বলে ৵০ আনা ডাক মাশুল আছে।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ বসু।

কলিকাতা, শোভাবাজার রাজবাটী।

### তিনটি প্রস্তাব।

লর্ড নর্থব্রুক যখন এখানে পদার্পণ করেন, তখন এদেশে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হয়। ক্যাম্বেল সাহেব তখন কেবল রাজ্য শাসন আরম্ভ করিয়াছেন, ষ্টিফিন সাহেবের নূতন ফৌজদারি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিয়াছেন। দেশের প্রধান প্রধান কলেজ গুলি দুটি একটি করিয়া ক্রমে উঠিতে লাগিল, আবার রোড সেস আরম্ভ হইল। আমরা একেবারে চারিদিকে অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলাম। আমাদের ক্রমে হতাশ উপস্থিত হইল। তখন আমরা দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া সাব্যস্ত করিলামযে, দেশের লোক সকলকে একত্রিত করিয়া লর্ড নর্থব্রুকের নিকট ধন্না দেই, এবং আমাদের দুর্দ্দশার কথা তাঁহাকে বলি। তখন ভারি বিপদের সময়। এই প্রস্তাবটি হইবামাত্র লোকে আগ্রহ সহকারে উহা গ্রহণ করিল। ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল, কিন্তু সে আমাদের বিপদের সময়, হিন্দুরা সময় মানেন, এবং পাছে হিতে বিপরীত হয়, এই ভয়ে তাঁহারা এই ব্যাপারে ক্ষান্ত হইলেন। আমরা লর্ড নর্থব্রুকের শান্ত মুখ দেখিয়া আশ্বাসিত হইলাম। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম এবং চিন্তা করিতে লাগিলাম, ভারত মাতা এমন কি পাপ করিয়াছেন যে, আমরা এত কষ্ট পাইব। সে আজ প্রায় এক বৎসরের কথা এবং ঈশ্বর কি আমাদিগের প্রতি সকরুণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন? লর্ড নর্থব্রুক মিউনিসিপ্যাল আইনটি বিধিবদ্ধ হইতে দেন নাই, তাহাতে সে এক পরম লাভ। শিক্ষা সম্বন্ধেও কতক কতক আমাদের জয় হইয়াছে। পাটনা কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান প্রধান কলেজ ক্যাম্বেল সাহেব উঠাইয়া দেন, তিনি সংস্কৃত উঠাইয়া দেন, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করেন। যাহাহউক এ সমুদায় গুলিতে আমাদের জয় হইয়াছে। এ সমুদায় আবার পূর্ব্বের মত সংস্থাপিত হইয়া ছ, কিন্তু কৃষ্ণনগর কলেজটি উঠিয়া গিয়া যে বিষম অনিষ্ট হইয়াছে তাহার কিছুমাত্র প্রতিবিধান হয় নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজ কলিকাতাস্থ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের বিদ্যাভ্যাসের স্থান, কৃষ্ণনগর কলেজ মধ্যবর্ত্তী লোকদিগের বিদ্যালয়। এদেশে এখন যত প্রধান প্রধান দেশহিতৈষী বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা অনেকে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। এই কলেজটি উঠাইয়া গবর্ণমেণ্ট কৃষ্ণনগর, যশোহর প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান প্রধান জেলার বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণনগর কলেজের বিনাশের সঙ্গে যশোহর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েক জেলার মধ্যবর্ত্তী লোকের বিনাশের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। মধ্যবর্ত্তী লোক নানা কারণে উচ্ছিন্ন গিয়াছে, আবার ইহা দ্বারা তাহাদের উচ্ছিন্ন যাইবার আর একটি পথ হইল। ক্যাম্বেল সাহেব এই কলেজটি উঠান, লর্ড নর্থব্রুকও তাহাই গ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের পরম বন্ধু বেথুন সাহেব এ কলেজটি বড় ভাল বাসিতেন এবং বেথুন সাহেবকে যাঁহারা ভাল বাসেন, যাঁহারা তাঁহার স্বর্গীয় আত্মাকে পূজা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের এখন পর্য্যন্ত ইহাতে ক্ষান্ত দেওয়া উচিত নহে। রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশ হিতৈষী ব্যক্তির কৃষ্ণনগর কলেজের প্রতি মাতৃভক্তি আছে এবং তাঁহাদের অন্ততঃ একবার দেখান উচিত যে, তাঁহারা কৃষ্ণনগর কলেজের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর কলেজ রাখিবার নিমিত্ত তাঁহারা একটি সভার আহ্বান করুন তাহাতে দেশের অনেক লোক তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিবেন। আমাদের বিবেচনায় কলিকাতায় সভাটির অধিবেশন হইলে ভাল হয়। লর্ড নর্থব্রুক সত্বর কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন, ইহার মধ্যে উদ্যোগ করা উচিত।

লর্ড নর্থব্রুক আমাদের আর কোন বিপদের প্রতিবিধান করেন নাই। তিনি মিউনিসিপ্যাল বিল বিধিবদ্ধ করিয়া যদি নূতন ফৌজদারি আইনটি রদ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের বুকের প্রধান পাষাণ খানি তুলিতেন। লর্ড নর্থব্রুক আমাদের যত মঙ্গলই করুন, ফৌজদারী আইনে আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহাদের সুখ শান্তি পদ্মপত্রের জলের ন্যায় রাত্র দিন টলমল করিতেছে, তাহাদের জীবন ভারবহ মাত্র। যাহা হউক আশা ভিন্ন মনুষ্য জীবিত থাকে না, এবং আমরা এখন আশা করিতেছি যে ফৌজদারি আইন এইরূপ ভীষণাকারে কখনই থাকিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, ফৌজদারী আইন দ্বারা কিরূপ কার্য্য চলে তাঁহারা পরীক্ষা করিবেন এবং ইহাতে প্রকৃত যদি অত্যাচার হয়, তবে উহা উঠাইয়া দিবেন। ফৌজদারী আইনে দেশের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। অনেক মাজিষ্ট্রেট অবিচার করিয়া জেল পূর্ণ করিতেছেন। অনেক জমিদার দেশ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে সংকল্প করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট পাছে চটেন এ ভয়ে অনেকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতেছে, সকলেই রাত্র দিন সশঙ্কিত। সম্বাদ পত্রে ইহা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু শুদ্ধ আন্দোলন দ্বারা তত উপকার হইবে না। এখন অনেক জেলায় রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হইয়াছে। তাঁহারা যেখানে যখন যে অত্যাচারটি হয়, তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর ও সম্বাদ পত্রে উহা প্রকাশ করুন। ২২২ ধারানুসারে যে সমুদায় অত্যাচার হয়, তাহার আফিড্যাবিট করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় লোক প্রেরণ করুন। হাইকোর্টের জন কয়েক প্রধান প্রধান উকিল ফিস গ্রহণ না করিয়া এ সমুদায় মকর্দ্দমা লইতে প্রস্তুত আছেন। যাহাদের এখানে অবস্থিতি করার স্থল নাই, তাহারা আমাদিগের এখানে আইলে তাহার সুবিধা আমরা করিয়া দিব। ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, জিদ এই তিনটী থাকিলে আমরা নিশ্চয় এই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

আর এক বিপদ রোডসেস। রোডসেসের কার্য্য আবার আর কিছু দিনের নিমিত্ত বন্দ হইয়াছে। যতক্ষণ সস্থি হয় সেই মঙ্গল, কিন্তু সস্থির সময় ইহার প্রতিবিধানের যত্ন করা উচিত। আমরা মিউনিসিপ্যাল আইনের নিমিত্ত যেরূপ যত্ন করিয়াছিলাম, ফৌজদারি আইন কি রোডসেসের নিমিত্ত তাহার কিছুই করি নাই। সম্ভবতঃ উদ্যোগী হইলে কিছু করা যাইত। এখন আমরা ইহা সম্বন্ধে এই পরামর্শ দেই। অর্থের অভাবের নিমিত্ত, গবর্ণমেণ্টের রোডসেস্ বসাইতে হইয়াছে। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি যে রোডসেস্‌টি উঠাইয়া আর কোন উপায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করুন। রাজস্য বৃদ্ধির অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ইনকমট্যাক্স ও লবণের শুল্ক বৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ইনকমট্যাক্স সম্বন্ধে আমাদের মত সকলেই জানেন। আমরা এই ট্যাক্সটীর সপক্ষ। আমাদের বিবেচনায় ইহার হার বৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি ইহা রাখেন তবে দেশের বিশেষ মঙ্গল হয়। আর কিছু না হউক দরিদ্র প্রজা রক্ষা পায়। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যদি বুঝেন যে তাহাদের দশ টাকা দিলে দেশের নির্ধন ব্যক্তিরা রক্ষা পাইয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকে সন্তোষের সহিত উহা দিবেন। লবণের কর বৃদ্ধি হইলে প্রকারান্তরে দরিদ্র প্রজার উপর কিছু নিষ্পীড়ন হয় তত্রাচ রোড্‌সেস অপেক্ষা উহা সহস্রাংশে ভাল। যাহা হউক ইহার যেটি বিবেচনা সিদ্ধ হয় সেইরূপটী সংস্থাপন করিয়া রোডসেস উঠাইয়া দেন আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। আয় ব্যয় সভার অধিবেসন অতি সত্বর হইবে। সভাতে এই দরখাস্ত খানি অর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য। যদিও নূতন বন্দবস্ত দ্বারা স্থানীয় করের সঙ্গে ইম্পিরিয়াল গবর্ণ

মেণ্টের কোন সংস্রব নাই, তথাচ গবর্ণমেণ্ট ইনকমট্যাক্স কি লবণের কর বৃদ্ধি করিয়া রাস্তাঘাট প্রস্তুতের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে লোকাল গবর্ণমেণ্টকে অর্থ দিতে পারেন। ফল এবিষয়ে কাল বিলম্ব করা কোন মতে উচিত নহে। এসংবন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, ডিষ্ট্রিক্ট এশোসিয়েসন গুলি তৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে সত্বর প্রবৃত্ত হউন। আমাদের এবিষয়ে যে মত তাহা আমরা সময় সময় প্রকাশ করিব।

---

## রুসিয়া ও ইংলণ্ড।

রুসিয়া সংক্রান্ত আন্দোলন ইংলণ্ডে ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এখন প্রায় রুসিয়া ভিন্ন লোকের মুখে আর কোন কথা নাই। সম্প্রতি রুসিয়ান দূত কাউণ্ট সাউভ্যালপ লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। লণ্ডনে তাঁহার আশার উদ্দেশ্য কি তাহা সঠিক জানিতে পারা যায় নাই। এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। কেহ বলিতেছেন রুসিয়া ও ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আসিয়াছিলেন। কেহ বলিতেছেন, পারস্য সম্বন্ধে রুসিয়া কি রূপ রাজ নীতি অবলম্বন করিবেন, তাহার পরামর্শ করিতে তিনি আসিয়া ছিলেন, আবার অনেকের মতে মিথ্যা আক্রমণ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করার মানসে কাউণ্ট আসিয়াছিলেন। শেষোক্ত বিষয়টি বিশেষ সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয়। রুসিয়ানেরা বলিতেছেন যে, খিবার শাসন কর্ত্তা রুসিয়ান বন্দীদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছেন, সুতরাং তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহারা দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন। ইংরেজেরা বলিতেছেন যে রুসিয়ানেরা যদি খিবা অধিক দিন অধিকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা আফিগনি স্থানের অপর সীমানায় সৈন্য লইয়া ছাউনি করিয়া থাকিবেন ও আফগানি স্থানের আমিরকে যথাসাধ্যে সাহায্য করিবেন। রুসিয়া ইহাতে আপত্তি করেন। অবশেষে একটি সীমানা ঠিক হইয়া গিয়াছে। উহার এ দিকে রুসিয়ানেরা আসিবেন না এক রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা কত দূর রক্ষা করেন, তাহা বলা যায় না। ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায় রুসিয়ান যুদ্ধের নাম শুনিয়া বিশেষ ভীত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের লোক সর্ব্বাপেক্ষা ধনী এবং যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, ধন লিপ্সায় ইহাদিগকে ভীরু করিয়া ফেলিয়াছে। মধ্য আসিয়া ও নিজ রুসিয়ায় ইহাদিগের অনেক বাণিজ্যালয় আছে ও রুসিয়ার সহিত বাণিজ্য-দ্বারা ইহারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ হইবার কথা শুনিয়া ইহারা এরূপ ভীত হইয়াছেন যে অনেকে রুসিয়ার সহিত যে কোন উপায়ে হউক সন্ধি করিতে পরামর্শ দিতেছেন। ইহাদের এই রূপ মত যে খিবা কি খিলাতের ন্যায় অসভ্য স্থান রুসিয়া অধিকার করুক আর না করুক তাহা লইয়া ইংলণ্ডের বাদানুবাদ করার প্রয়োজন কি? বরং রুসিয়ানেরা যদি এই সকল অসভ্য স্থান সভ্য করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বণিকেরা অনেক জিনিসের রপ্তানি সেখানে করিতে পারিবেন এবং তাহাতে তাহাদের বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। রুসিয়া বণিক সম্প্রদায়ের ভারি বন্ধু, যাহাতে বাণিজ্যের উন্নতি হয় রুসিয়ান গবর্ণমেণ্টের তাহা সম্পূর্ণ অভিপ্রায়, সুতরাং রুসিয়ার সহিত কোন ক্রমে বিবাদ করা উচিত নয়। ইহাতে যদি ভারতবর্ষ ছাড়িতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। ভারতবর্ষের দ্বারা ইংলণ্ডের কোন লাভই নাই, বরং সম্পূর্ণ ক্ষতি। কারণ ভারতবর্ষের অসুস্থ জল বায়ু সেবন করিয়া বৎসর বৎসর বিস্তর ইংরাজ মানবলীলা সংবরণ করেন। বরং ভারতবর্ষ রুসিয়ার হাতে থাকুক, এবং উহার সহিত তাহারা বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। ইংলণ্ডের আজ কাল এমনই দুর্দ্দশা হইয়াছে বটে। যে ইংলণ্ডের নাম শুনিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতি কাঁপিয়াছে, এখন সেই ইংলণ্ডের সন্তানগণের মুখ হইতে এইরূপ কথা বাহির হইতেছে। যে ইংলণ্ড যুদ্ধের নাম শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছেন, এখন সেই ইংলণ্ড ভয়ে জড় সড় হন। যখন ইংলণ্ডের বড় বিপদ, তখনও ইংলণ্ড অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হন নাই। ইংলণ্ডের রাজ মন্ত্রীগণ কি এখন বলবীর্য্যশূন্য হইয়াছেন? আমরা চেষ্টা করিলেও এরূপ অসম্ভব ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

---

কেহ ভয়ানক হারে সুধ গ্রহণ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট একটি আইন বিধিবদ্ধ করিবেন সাব্যস্ত করিয়াছেন। আগামী বৎসরে এই আইনটি বিধিবদ্ধ হইবে। এ দেশে যে রূপ সুধের হার দিন দিন ভয়ানক হইতেছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহাদিগকে কোন দোষ দিতে পারি না। কিন্তু নৈসর্গিক কার্য্য স্রোত আইন দ্বারা রোধ করা কত দূর সাধ্য হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। গত বৎসর সাঁওতাল পরগণার গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আইন জারি করিতে উদ্যোগী হন, এবং মহাজনেরা একেবারে টাকা কর্জ্জ দেওয়া বন্ধ করে, দরিদ্র প্রজাদিগের মহাজনের দ্বারস্থ না হইলে কোন মতে চলে না। কাজেই তাহারা মহা বিপদাপন্ন হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি মহাজন সাধারণের প্রতি এরূপ কোন নিয়ম করেন যে, তাহারা নির্দ্ধারিত কোন হার অপেক্ষা অধিক হারে সুধ গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে দরিদ্র প্রজাদিগের সুবিধা না হইয়া প্রত্যুত বিশেষ বিপদ উপস্থিত হইবে। এ দেশের টাকার সুধ মহাজনেরা ইচ্ছা করিয়া বৃদ্ধি করেন না, কার্য্য গতিকে বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের দেশে টাকার সংখ্যা দিন দিন কম হইতেছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান রাজ নিয়মানুসারে মহাজন ও খাতকে যতদিন পূর্ব্বের ন্যায় সৌহৃদ্যতা না হইবে তত দিন গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে আইন করিলে আমাদের ভয় হয় পাছে ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসেন।

---

বোর্ড অব রেবিনিউর বিবেচনায় উড়িষ্যার জমিদারেরা প্রজাকে অত্যন্ত নিষ্পীড়ন করেন বাঙ্গালার অনেক জমিদার ভাল আছেন, কিন্তু এখানেও মাঝে ২ দুই একটী জমিদারকে অত্যন্ত প্রজাপীড়ন করিতে দেখা যায়। ইহাদের দুষ্কর্ম্ম সমুদায় জমিদার শ্রেণীকে কলঙ্কিত করে। আমাদের বিবেচনায় জমিদারেরা যদি এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন যাহাতে দুষ্ট স্বভাবের জমিদারগণ শাসিত হন, তবে উত্তম হয়। দুই এক জন জমিদারের নিমিত্ত সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলে বড় আক্ষেপের বিষয় হইবে।

---

ক্যাম্বেল সাহেব যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাহা তন্ন ২ না করিয়া ছাড়েন না। সম্প্রতি পাটের চাষের উপর তাঁহার মনোযোগ পড়িয়াছে। তিনি এই সম্বন্ধে এরূপ উন্মত্ত হইয়াছেন যে, 'জুট' (পাট) সম্বন্ধে বৃহৎ এক রিজলিউসন কলিকাতা গেজেটে ছাপান ও তাহাতে অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করেন যে, তিনি এত দিন পর্য্যন্ত এ দেশে আছেন, কিন্তু 'জুট' সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এমন কি 'জুট' শব্দ কোথা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে তাহাও তিনি অবগত নহেন। হিন্দু পেট্রিয়ট 'জটা' হইতে 'জুট' শব্দ বাহির হইয়াছে নির্ণয় করিয়া বোধ হয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে অনেক ঠাণ্ডা করিয়াছেন। কিন্তু জটা হইতে পাট কি কোষ্টা কি রূপে উৎপন্ন হইল, হিন্দুপেট্রিয়ট তাহার কিছু বলেন নাই। সে যাহা হউক, ঢাকায় পাটের চাষ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর আশী বিঘা জমি গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আপাততঃ চাষ আরম্ভ করিবার নিমিত্ত হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং বার্ষিক ৩৩৩৬ টাকা ব্যয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। উহাতে নানা প্রকার বীজ বপন করা হইবে এবং নানা প্রকার চাষ পরীক্ষা করা হইবে। আপাতত মনিয়ার নামক একজন কুঠিয়াল সাহেবের তত্ত্বাবধানে উহার কার্য্য চলিবে।

---

টুইডি সাহেবের স্থানে গ্রিবল্ সাহেব পোষ্ট মাষ্টার জেনারলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

# THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

*CALCUTTA:—THURSDAY, FEB.* 20, 1873.

We have just received the second number of Babu Hari Mohon Mookerjee's edition of Tod's Rajthan. It has been beautifully printed and we hope the public shall encourage the publisher by making a large purchase of his books.

---

We are glad to learn from the *Hindoo Patriot* that the "shocking case" extracted by us last week from the *Indian Observer* in which the verdict of a jury was reversed by the High Court, attracted the notice of His Excellency the Governor General, at whose desire it is believed, the Court has stayed the execution of its order. A notice has been sent to the defendant to appear at the re-consideration of the case, which the Court now purposes to hold. God bless His Lordship! With Lord Northbrook our Governor we might hope to be safe even against the working of the terrible Procedure Code, but unfortunately we are not destined to have him for our ruler for more than five years at the most.

---

The laying of the foundation stone of the Presidency College is to take place on the 27th instant at 5 P. M. We understand that upwards of 4,000 thousand rupees will be spent on the occasion. The post of the law professor of the Krishnuggur College is abolished for want of fouds but *four thousand rupees* will be spent within a few hours on the occasion of a mere foundation stone laying. This is indeed justice and economy!

---

We are sincerely glad to learn from the *National Paper* that the Editor of *Hindoo Patriot* has been designed by the Government for some honorable mark of distinction. Any honor done to him does honor to the Native Press.

---

The following is from Hoogley:—

The examination of the students of the Civil Service Class was held at the College Hall on the 17th instant and ended on the 22nd idem. The number of candidates present on the occasion was 256. A regular horse race took place on the 24th on the parrade-ground, flags were hoisted up, fences made for galloping and starting points and wining posts were fixed. Prizes in cash were distributed to the students who were found expert riders and good gymnasts. The prizes were given from the surplus fund on account of fees realized from the students when they were admitted into the class. The results of the examination will be made known by the end of March next.

Mr. Nicholls, late Secretary of the Hoogley Municipality, who was committed to the criminal sessions of the High Court by Mr. Meres, Joint Magistrate and Deputy Collector of the District on the 8th instant, for criminal breach of trust, has been sentenced to two years' rigorous imprisonment, notwithstanding Mr. Branson's lucid and eloquent speech in his favor. He embezzled the sum of Rupees 4,000. He was not popular when he was Assessor of Income Tax and Deputy Collector here. When he was placed on the dock on the 18th, he pleaded "not guilty." But when he found that the day of his trial was drawing nigh, his courage failed him and his conscience reproached him. On the evening of the 20th he admitted his guilt before Justice Markby and on the morning of the 21st sentence was passed on him.

The marriages of the daughters of two of the leading and stunch members of the Brahmo fraternity here will take place on Saturday next, the 1st proximo, in the usual orthodox way. Dr. Duff's and Babu Keshub Chunder Sen's lectures appear to have very little effect on the inhabitants of the District.

---

Mr. Fawcett has sent the following reply to the address of the British Indian Association.—

My Dear Sir,—I beg to offer my grateful acknowledgments for the address which you have forwarded to me from a public meeting of the Native inhabitants of Bengal, thanking me for my advocacy of the cause of India in the British House of Commons. Although I am sure you greatly over-rate the service which I have been able to render your country, yet I cannot but feel extremely gratified with this too ample recognition of the efforts I have made to induce Parliament to devote more attention to the affairs of India. It has been a source of peculiar pleasure to me that at the same time you thanked me, you have also thanked the electors of Brighton. Throughout the time that I have devoted especial consideration in Parliament to the affairs of India, I have always been encouraged by my constituents to persevere with the subject, and this encouragement has been of the greatest possible value to me. As I probably shall soon have occasion to refer in public to the addresses which have been sent to the electors of Brighton and myself, I will now say no more, except to repeat my thanks, and at the same time to give you an assurance that I shall in the future devote at least as much attention to all questions affecting the welfare of India as I have devoted in the past. Believe me, my dear Sir,

Yours very truely (Sd.), Henry Eawcett.

Baboo Romanauth Tagore.

*P. S.*—I shall be obliged if you will give publicity to this letter.

---

The Census Report of the Suburbs.—The Report on the Census operations of last year in the Suburbs of Calcutta is reälly a valuable document. The degree of care with which the operations appear to have been conducted reflects much credit on the Vice-Chairman of the of the Suburban Municipality and his assistants and contrasts favorably with that shown in the similar operations in Calcutta itself. This is the first regular enumeration of the people which has taken place in the Suburbs and the facts obtained cannot therefore be compared with former periods. A rough census of the Suburbs was taken in 1836-37 and if we were to assume it to have been fairly correct, the present Census would show in comparison with it that the population had about doubled in the past thirty-five years. The Suburbs of Calcutta as defined for Municipal purposes contain an area of 23-37 square miles with 4,930 houses of better sort and 38,131 houses of inferior sort. They are intersected by 3 canals and traversed by 550 streets, roads and lanes. The results of the enumeration show a population of 2,57,149 persons of whom 1,51,011 are males and 1,06,138 females. The Bengal census figures bring out the fact that almost invariably in all the districts the female exceeds the male population, whereas the census of Suburbs shows a different result. This may be explained however that in the vicinity of Calcutta, clerks, artizans, workmen and labourers of all classes congregate, leaving their wives behind them in their villages. The proportion of children to grown up persons is 1 boy to every 4.33 adult men and 1 girl to every 3.35 adult women. The percentage of Hindoos on the total population is 59.40, of Mahomedans 39.12 and of Christians 1.37. The proportion of males to females is slightly higher among Hindoos than among Mahomedans and considerably higher among Christians than among the other races. The returns of ages are not strictly reliable, however from a statement it appears that the ages of the majority of adult population of the Suburbs average between 20 and 40 years. There are 4360 boys and 3928 girls under one and 10503 boys and 9717 girls under six years of age The number of males then rises higher till the period of sixty years of age, after which the disparity between two sexes ceases and they again approach equality. The greatest excess of males is seen among persons in the prime of life. No notable instances of longevity were met with. The percentages of persons afflicited with infirmities are very small, viz., one insane in every 649. 36, one idiot in every 4017. 95; one deaf and dumb in every 1028.59; one blind in every 928.69 and one leper in every 2825.81 inhabitants. The comparatively larger number of insanes is attributable to there being 2 insane asylums in the Suburbs. Education appears to be in an unsatisfactory state both among the Hindoo and Mahomedan population. The latter especially are miserably backward in point of education. The percentage of educated adult Hindoos is almost one in three, while one in every 13.87 persons among Mahomedans have any education. The highest percentage of education is among the Christian population, or 1 in every 1.03 person under 12 years, 1 in every 1.32 person under 20 years, 1 in every 1.15 person above 20 years of age. Almost every profession and trade is well represented in the Suburbs. There are 3,774 persons in the employ of Government or the Municipalities, and 16,463 under private service. Of the learned professions, the Law takes the lead in point of numbers, then follows Medicine, Education, Civil Engineering, &c. and Literature and Science. Fine Arts are represented principally by Musicians, Singers and Jugglers; Religion and Charity are strong in numbers, the Hindoo religious orders being the most numerous. The number of Prostitutes shewn in the return is 2,932, but this appears to be underrated as many females are averse to returning themselves as such. There are 1,747 dealers in Stimulants and Intoxicating drniks &c. From the above it appears that prostitution and drunkenness are not inconsiderably prevalent in the Suburbs.

---

Native Ambition.—Few years ago, it was a fashion with the English Editors to abuse the Natives, especially when the market of politics happened to be dull, their columns were sure to be replete with such edifying articles as a desertation on the lying propensities of the natives, the ingratitude of the Bengalis, and so forth. But times are now changed. As the natives cannot throw aspersions on their rulers without bringing down upon their head the censure of their countrymen, so are the Europeans no longer in the position of abusing the natives with impunity. Both the races seem to be tired of abusing each other and come to a mutual understanding. The *Englishman* has changed its feeling, a better spirit pervades the columns of the *Friend of India* and even the most scurrilous *Daily News* has moderated its tone. Unfortunately the same cannot be said of the Madras and Bombay Papers. Many of them still show signs of former rancorous feelings. One of the latter a few days ago entertained its nigger-hating readers with a remarkable article. Remarkable because as we have said anti-native articles are now a days an anachronism. The writer of the article is very angry with the Bengali Press because they have the audacity to counsel their Governors. He is generous enough to see them move in their own level, nay he can advocate "native pretentions," but "to taunt the powers that be" he cannot tolerate. The writer advises the Native journals to mind their own business and not

to meddle with the affairs of Government. Many thanks to the writer for his advice given *gratis*, but what does he mean by "native pretentions?" Is he aware of the nature of native ambition? Can he measure the extent of high desire that lurks in the breast of a Bengali? Happily only a few Englishmen share with him in the mean opinion entertained by him of the powers and ambition of the natives. We might assure the writer that they are far from being satisfied with the few bones and crusts that are now and then thrown at them by their rulers. Their ambition soars far high. If today they pray to stop a few taxes, a few years hence they will lay claim to have some control over the finances of the country. If today they look upon the Civil Service employments as the greatest earthly blessings, the time may not be far distant when they will aspire to the Lieutenant Governorship of Bengal. Today the Bengalis are discarded from the precints of millitary department, but there will be a time when they will prove the best of Her Majesty's soldiers. The writer will perhaps smile at what we say but let him enjoy his smile while we work. Generousity characterizes the majority of the English people, but certain class of the same nation to which very likely the writer belongs condemns it as weakness. But it is this weakness which prompted the English nation to liberate the slaves and it is this weakness which inaugurated in this country the Education policy in 1835. It is this weakness which we wish to take advantage of. Poor politicians these must be! Did it never occur to them that no Government can rest in a foreign country which is not based on sympathy and affection? A Government which depends upon mere brute force for its permanance in a foreign country builds upon a bed of sand. However powerful that Government might be, it cannot resist the slow but steady action of the divorced feelings of the people. It is because the Englishmen look to the welfare of the people, they have secured a firm footing in this country, it is because through good or bad report, they have established a prestige amongst the people that fifty thousand people keep the whole country quiet. As long as the English people foster this weakness, their sovereignty over India will remain secure. There has unhappily sprung up a breach between the ruled and the rulers and those who attempt to widen the breach by deeds or words only act the part of an open enemy to Her Majesty. To hurt the natives by mischievous articles serves no useful purpose, it only reminds them that though conqured by a noble race, they are yet but a conquered people.

---

THE WHITE AND THE BLACK:—It is a fond belief with men that Justice is or should be equal. What equal Justice means it is not perhaps very easy to understand. It has probably some resemblance with the pans of a balance held perfectly even. But unfortunately when the balance of Justice is held by a Judge the evenness is hardly visible to any one besides the individual who pronounces the equality. The case is otherwise when we find a precedent to guide us. Here if the case on hand is an exact parallel of another which has been decided, we can fairly conclude that right or wrong the judgment should be the same in either case and from those who pronounced judgment in the first case we can claim similar judgment in the other.

A precedent always satisfies us that our claim is put and the greater becomes our satisfaction the more remote the country from which the precedent is drawn in, provided of course there is no difference in the civilization of the two countries, or if there is, when such difference is in favor of the country from which the precedent is drawn. For then our claim is supposed to be based not upon any conventional idea of justice limited to a small tract of country but upon one which extending from one end of the world to the other is entitled to be named universal.

We have been persuaded to make these remarks by reading an article of the *Pall Mall Budget* on Trade Union Difficulties" in England and reprinted here in the *Englishman*.

To such of our readers as happen not to be acquainted with the facts we should mention that a short time ago there was a strike among the gas-stokers of London and they suddenly and simultaneously resigned their service. London was in danger of being thrown into utter darkness and was saved only by the foresight and energy of the municipal authorities. The gas-stokers however were subsequently put upon their trial and punished with imprisonments for not having given timely notice of their resignation. On the other hand the gas-stokers have been on the alert; they belong to a large and influential body composed of working people of all kinds. And at the National Trades Congress at Leeds they have proposed to introduce a bill in parliament in order to amend the existing law concerning the relation between working people and their employers. Among other things the working people complain that under the existing law a threat from one of their body to a brother workman is criminally punishable while a similar threat from any body else is not.

The *Pall Mall Budget* justifies the law upon the ground that a threat from a unionist means or is intended to mean "that the whole force of a powerful society will be used to give effect to it" and that therefore it diserves to be punished more severely than "one which has no force behind it but that of the single person who utters it."

Of course in this as in every other question there is much to be said on either side. As a clue to our thoughts we will mention that in the present instance the *Pall Mall Budget* has spoken in the interest of the respectable classes of England as opposed to the working people. And we believe also that it is from the former class that the ranks of the Anglo-Indian community are filled. The thoughts of the *Pall Mall Budget* are calculated to throw some light on the character of the men on whom whether in England or in India our fate in a great measure depends. It was but the other day that the parliament opened its doors to what are called the working classes by the introduction of the household suffrage, and as yet the powers that be—not excluding even the fourth estate—are composed of the respectable classes. Possibly there will be a time when the tables will be turned and these classes will share the fate of their predecessors in social position the Lords, and the working classes will sit at the upper end. But this perhaps will be left to our posterity to witness and till then we should busy ourselves best with the character of the respectable classes, who send forth our Governors our Councillors and the chief of our Editors. According to the views of the *Pall Mall Budget* it would not only be unjust to treat the weak and the strong as equals but also that the strong should be suppressed by a severer law than what should be enforced against the weak. To say that a threat from a Trades unionist means much more than a similar threat from another is as good as to hold that a threat to knock down a man when it comes from a strong person who is able to accomplish it either by his powerful fists or well shod feet or by a weapon which he alone has the power to wield—the threat under these circumstances means a great deal more than when any thing of the kind comes from one whose words can never ripen into acts. According to the *Budget* then, the former should be punished with a severer law when he threatens to knock down a person of the latter class than when one of these happens to set himself in opposition to the strong-fisted individual.

No doubt the principle advocated is a very important one. The cry of "Liberty Fraternity and Equality" was one only which was heard uppermost in Europe; equality was thought to be the essence of Christianity. Equality among officers, equality between classes and equality between man and man—equality every where! but the cry has changed. Men are neither equals nor equivalents and equal justice can not be administered between them. Between the rich and the poor, the weak and the strong and even between the wise and the ignorant, the law, it is held, can not be equal; for it is said that each man will be judged according to the light that is in him.

But what, we ask, is justice between the white and the black? The white are strong the black are weak, the white united the black divided, the white are rich the black are poor, the white are wise the black are ignorant. The white are enlightened and the black heathens. Verily the law is not equal between them! But who dares aver it?. And who is heard if he says so? Under the older principle we could claim equality and under the newer one we can claim favor at the hands of the lagislature. But no justice is equal and the equality is perceived only by the wise and the enlightened.

Great is the respectability of the classes represented by the *Pall Mall Budget*! When opposed to the powrful working people they know that they are weak and to protect their own they require a particular law which much needs be unequal in its operation. But when opposed to a weaker set of men than themselves, the law must not afford greater protection to them than to themselves. What if whenever a Bengali is killed by a white man it is a always simple blow on the one hand and an enlarged liver or spleen on the other. A blow is a blow for a that. The splenetic Bengali cannot be entitled to greater protection than the practiced boxer. For why?—Because they say the law must be equal on both sides. Hold the balance up! The little finger of an Englishman weighs more—far more, than the united strength of the millions of black arms! what can he do? Poor judge and bound by his oaths too! The law my friend *must* have its course.

বিজ্ঞাপন।

আমি পাবনা হইতে কলিকাতা ৯৬ নং বিডন স্কোয়ারে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখন আমাকে উক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

শ্রীহরিশচন্দ্র শর্ম্ম।

---

সংবাদ।

—গবর্ণর জেনারেলের সিমলায় গমনাগমনের নিমিত্ত সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই টাকা গুলিতে আমাদের দেশে অন্ততঃ ৫টী বড় বড় কালেজ চলিতে পারে।

—আমরা মিরার পাঠে অবগত হইলাম যে, কাশ্মীরের মহারাজা নিজ ব্যয়ে দুই জন ছাত্র ইংলণ্ড প্রেরণ করিতেছেন। ইঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহারাজা ইহাদিগের দ্বারা নিজ রাজ্যে শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবেন।

—আমরা শুনিলাম, কাশ্মিরের মহারাজা উচ্চ বেতন দিয়া আর এক জন সুশিক্ষিত যুবা নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। ইনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে নিযুক্ত হইবেন।

—আয় ব্যয় সক্রান্ত কমিটির অধিবেশন আবার অতি সত্বর আরম্ভ হইবে। আমাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষীয়েরা এ সভাতে সাক্ষ্য প্রদানার্থে উপস্থিত না হউন, যাহাতে আমাদের আপত্তি গুলি সভার কর্ণগোচর হয়, তাহার কোন সদুপায় করা কর্ত্তব্য।

—একজন মান্দ্রাজী ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথায় মান্দ্রাজের মিউনিসিপালিটীর বিরুদ্ধে কি বক্তৃতা করেন। এরূপ বক্তৃতা যদি কেহ এদেশে দিতেন, তবে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান হয়ত তাহা গ্রাহ্য করিতেন না. কিন্তু ইংলণ্ডে অপবাদ হইবে এই ভয়ে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান কর্ণ্যাল ভিনমন সাহেব একেবারে দিশাহারা হন এবং ক্রোধ পরবশ হইয়া মান্দ্রাজী যুবাকে এক পত্র লিখিয়াছেন ও ভয় দেখাইয়াছেন যে, মান্দ্রাজে থাকিলে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। ইহা দ্বারা আমাদিগের একটি শিক্ষা করা উচিত। এখানে ইংরাজেরা আমাদিগের কথা যত তাচ্ছল্যই করুন, ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া বলিলে তাঁহাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে। আমরা একথাটিও আমাদের দেশীয়গণের স্মরণ করিয়া দিব যে, ইংলণ্ড গমনাগমনের ব্যয় অধিক নয়।

—গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক উচ্চ ও মধ্যবর্ত্তী স্কুলে এক একটি পুস্তকালয় সংস্থাপনের সংকল্প করিতেছেন, এবং কোন্ কোন্ পুস্তক এই সমুদায় পুস্তকালয়ে রাখা উচিত, তদ্বিষয় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত একটি কমিটি সংস্থাপিত হইয়াছে।

—ইউনাইটেড ষ্টেটের প্রেসিডেণ্টের বাৎসরিক বেতন ৫০ হাজার টাকা অর্থাৎ ভারতবর্ষের একজন চিফ কমিসনার অপেক্ষাও তিনি কম বেতন পান। অথচ পৃথিবীর মধ্যে ইউনাইটেড ষ্টেটের প্রেসিডণ্ট এক জন সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি। ইংরাজেরা আমাদের দেশ শাসন করিয়া যেরূপ টাকা গুলি লুঠিলেন, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

—জাপানে এক রকম নূতন তেলের আবিষ্কার হইয়াছে। তুতপোকার বাসা হইতে রেসম গুলি উঠাইয়া লইলে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা উত্তম রূপে চাপ দিলে এক রূপ তৈল নির্গত হয়। দুই মণ তুতের বাসা হইতে দশ সের তেল হয়। বহরম পুর ও রাজসাহীর তুত ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

—জাপানে নূতন সভ্যতা প্রবেশ করণাবধি এত খরচ বাড়িয়া গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের দেনা সত্তর কোটি টাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বল পূর্ব্বক সভ্যতা প্রচার করিতে গেলে তাহার দশা এইরূপ হয়।

—ইউনাইটেডষ্টেটের লোক সংখ্যা বৎসর ২ দশ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। ইউনাইটেডষ্টেট যে নিয়মে গবর্ণমেণ্টের দেনা শোধ করিতেছেন, তাহাতেকুড়ি বৎসরের মধ্যে সমুদায় দেনা পরিশোধ হইবে! ইউনাইটেডষ্টেট গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ঋণ ২,২২৯,২২৪,৯২২ ডলার।

—কানপুরের এক জন পোলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জুতা পায় দিয়া মুসলমানদিগের একটী মসজিদের নিকট উপস্থিত হওয়ায় একজন মুসলমান এরূপ ক্রোধান্বিত হয় যে, তরবার দ্বারা তহোকে কাটিতে যায়, কিন্তু সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে সে আরো ক্রোধান্বিত হইয়া যে মুসলমান সাহেবকে সমভিব্যাহারে করিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে আক্রমণ করে। এইব্যক্তি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

—উপদংশ পীড়া সম্বন্ধীয় আইন কর্ত্তৃক স্ত্রী জাতির মধ্যে অত্যাচার হয় বলিয়া ইংলণ্ডে ইহার বিপক্ষে অনেক যত্ন হইতেছে। আপাততঃ এই উদ্দেশে একখানি সাময়িক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহা দ্বারা জাপান, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে এই আইন দ্বারা যে অত্যাচার হয়, তাহাই প্রকাশিত হইবে।

—একজন হিন্দুস্থানী রাজা একটি সাধারণ ভদ্র লোকের কন্যাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নশীল হইয়াছেন। এ বিবাহ হইলে কন্যার পিতার বংশ মর্য্যাদার লাঘবতা হইবে সুতরাং তাহার ক্ষতি পূরণ নিমিত্ত রাজা কন্যার পিতাকে দশ হাজার টাকা দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তিনি ১২ হাজার টাকারকমে ছাড়িবেন না স্থির করিয়াছেন। ইনি "নয়শোরুপেয়ার' রামধন মুখোপাধ্যায়ের অতিবৃদ্ধ-পিতামহ।

—সম্প্রতি তাজ মহলের নিকট এক জন কুম্ভকর মাটী খনন করিতে করিতে অনেক গুলি বাক্স দেখিতে পায় এবং তাহার মধ্যে দেখে যে বিস্তর টাকা ও মোহর রহিয়াছে, সে মাটী লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে গাধা সঙ্গে লইয়া আইসে, তাহার পিঠে টাকা ও মোহর বোঝায় দিয়া বাটী লইয়া আইসে। উহা বাটী রাখিয়া সে আবার আর এক মোট টাকা ও মোহর গাধার পিটে বোঝায় দেয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে এবার গাধা ভার সহ্য করিতে না পারিয়া পথের মধ্যে একটী বাজারে পড়িয়া যায় এবং টাকা মোহর চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বাজারের লোকেরা গাধার পিঠ হইতে টাকা কড়ী ছড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া অবাক হয় এবং যাহার শরীরে যত শক্তি ছিল, সে তত টাকা কুড়াইয়া লইতে আরম্ভ করে! এই রূপে তাহার সমুদায় টাকা কড়িয়া লয়। পুলিশ এই সম্বাদ পাইয়া কুম্ভকারকে আসিয়া পাকড়া করে।

—ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে এক জন মুসলমান রাজ পুত্রের সঙ্গে একটী মেমের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ কোন ধর্ম্ম প্রণালী অনুসারে হয় নাই। সিবিল ম্যারেজ য়াক্ট অনুসারে হইয়াছে। রাজ পুত্রের চারিটি স্ত্রী বর্ত্তমান, সুতরাং ইনি পঞ্চম রাণী হইলেন।

—পারস্য দেশের বাদসার ইংলণ্ডে গমন করার কথা হইতেছে। সম্ভবতঃ এই উপলক্ষ্যে এদেশীয় কর প্রদ ব্যক্তি দিগের স্কন্ধে আর একটি ভার অর্পিত হইবে।

—আমরা সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয় পাঠে দুঃখিত হইলাম যে, উক্ত পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষ বাবু অদ্বৈত চন্দ্র আঢ্য মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

—আমরা মিরার পাঠে অবগত হইলাম যে, হাইকোর্টের তিন জন জজ একটি কমিটি করিয়া এই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, যদি কোন বি এল তিন বৎসর পর্য্যন্ত উকীলের বাড়ীতে থাকিয়া লেখা পড়া শিখেন, তিনি বিনা পরীক্ষায় য্যাটর্ণি হইতে পারিবেন এবং বি এলেরা মফস্বলে তিন বৎসর ওকালতী না করিলে হাইকোর্টে কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। এবিষয় চিফ জষ্টিসের বিবেচনার নিমিত্ত তাঁহার নিকট অর্পিত হইয়াছে। কমিটি হইতে এল এল দিগের আপত্তি গুলির মীমাংসা হওয়াও কর্ত্তব্য ছিল। আমরা ভরসা করি এল এলেরা নিজ স্বার্থের নিমিত্ত জজ দিগের নিকট আবার আবেদন করিবেন।

—পাওনিয়ার সংবাদ পত্রে একটি কৌতুকাবহ সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এডিনসাহেব টেলিগ্রাফ করিবার নিমিত্ত একটি সংবাদ পাঠান। টেলিগ্রাফ আফিস হইতে উহা তারে প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মদেশের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি তারে সংবাদ পাইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার অধীনস্থ পোমাষ্টারকে ইডিন সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। পোমাষ্টার তিন মাইল ষ্টিম বোটে এবং তিন মাইল ঠিকে গাড়ী ভাড়া করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ইডিন সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। ইডিন সাহেব সংবাদ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে আপনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট তারে সংবাদ পাঠাইয়াছেন এবং আমি সেই অনুসারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইডিন সাহেব শুনিয়া অবাক এবং বলিলেন না আমি ত এরূপ সংবাদ পাঠাই নাই। পোষ্টমাষ্টার টেলিগ্রাফ বাহির করিয়া দেখাইল। ইডিন সাহেব দেখিলেন যে তিনি একটী গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে একটি সংবাদ তারে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত পাঠান এবং তাহার এমন অদ্ভুত হস্তাক্ষর যে টেলিগ্রাফ আফিসে উহার আসল বিষয় না পড়িয়া পোমাষ্টারকে পাঠানর নিমিত্ত সম্বাদ পাঠাইয়াছে।

—বোম্বাইয়ের নাইট সাহেব বাঙ্গলার ষ্টেটিস টিকাল বিভাগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া এখানে আসিতেছেন। নাইট সাহেবের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি অতি অল্প আছেন এবং এক দিন তাঁহার ন্যায় যথার্থ বাদি লোক ইংরাজেরদিগের মধ্যে অতি অল্প ছিল কিন্তু তাঁহার মত এখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাহাহউক আমরা ভরসা করি, তিনি এখানে আসিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় যথার্থবাদী হইবেন।

—ঝড়কিতে একজন ভয়ানক ফকির কোথা হইতে উপস্থিত হয়। এক দিবস একটি মেম গাড়ীতে একা বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়া যাইতেছেন এমন সময় ফকির তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহার গলা ধরিয়া ভয়ানক ঝাঁকাইতে থাকে, ইতিমধ্যে সহিস আসিয়া ফকিরকে পাকড়া করে। আপাতত সে পোলিসের জিম্মায় আছে।

—মেদিনা হইতে একজন সোয়েদ ইতিমধ্যে কাবুলে উপস্থিত হন এবং আমির তাহাকে তথায় উপস্থিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, ভারি দুরবস্থায় পড়িয়া তাহার বাগান একজন ইহুদিয়ার নিকট বন্দক দেন এবং কাবুলীয়দিগের বদান্যতার কথা শুনিয়া তিনি কিছু সাহায্যার্থে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন! আমির তাহার পর দিন দরবারে তাহার নিমিত্ত একটি চাদা তুলিবার কথা বলিলেন। তিনি নিজে ২ হাজার টাকা দিলেন এবং দরবারের অপর মেম্বারেরা নয় হাজার টাকা চাঁদা দিলেন। অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ নগদ ও অলঙ্কারে দশ হাজার টাকা দিলেন এবং অপর দুইজন গবর্ণরের প্রতি হুকুম হইল যে, তাঁহারা প্রত্যেকে ৪ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া দেন। সৈয়েদ একুনে ত্রিশ হাজার টাকা এবং উক্ত টাকা দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ১২টা খচ্চর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

---

## পুস্তক সমালোচনা।

মাধব মোহনী—ইত্যাখ্য ইতিহাস মূলক গ্রন্থখানি আমরা বহুদিন পাইয়াছি এবং অবকাশাভাবে এতাবৎকালে তদ্বিষয়ে কিছুই লিখিতে পারি নাই। এসম্বন্ধে আমাদের কোন ভক্তিভাজন বন্ধু যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। মাধব মোহিনী ঐতিহাসিক নবন্যাস কিনা? বঙ্গদর্শন বলেন নহে এবং কোন ব্যক্তির মুখে গ্রন্থে বর্ণিত জয়দেবের "দেহি পদ পল্লব মুদারং' বাক্য অনৈতিহাসিকত্বের প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মধ্যস্থ, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা ওরহস্য সন্দর্ভ ইহারা ইতিহাস মুলকত্ব স্বীকার করি-য়াছেন। যদিও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে ন্যূন তথাপি ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাপেক্ষা ইংলিশম্যানের মত মাননীয়। সুতরাং তাঁহার "The scene of which is laid in the troublous time that immediately preceded the conquest of Conauj by the Mahomedans. The internal discords which then distracted Northern India are well described in the course of the story incidentally we obtained a glimpse of the progress of the Nagas who finally established themselves in Nagpore." মত আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আর যখন পৃথুরাজের সময়ের লোকের মুখে বাঙ্গালা ভাষা প্রদত্ত হইয়াছে, তখন 'দেহি পদ পল্লব মদারং' অযোগ্য বলাযায় না। বঙ্গদর্শনের সমালোচক Anachronism কাহাকে বলে দেখিলে ভাল হয়। চ্যুত সংস্কৃতি দোষ এগ্রন্থে আছে, তাহা আমরাও বলি, কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা ধরিবার এখনো সময় হয় নাই। বঙ্গদর্শনের মাধব মোহিনীর সমালোচনায় যখন ১১। ১২টী উক্ত দো দৃষ্ট হইয়াছে, তখন এক জন নূতন লেখকের ধরা অকর্ত্তব্য।

২। ভূমিকা অসভ্যতা পূর্ণ বলিয়া বঙ্গদর্শন দোষ ধরিয়াছেন কিন্তু রহস্য সন্দর্ভ ও মুরশিদাবাদ পত্রিকায় তাহা বলা হয় নাই বরং মধ্যস্থ সম্পাদক লিখিয়াছেন "গ্রন্থ কর্ত্তা ভূমিকাতে সৌজন্য প্রকাশ জন্য লিখিয়াছেন' এবং আমরা এবিষয়ে বলি "ভিন্ন রুচিহি লোকঃ'। মাধব মোহিনীর উপন্যাস ভাগ, চিত্র চাতুর্য্য কল্পনা রস রক্ষাদির বিষয়ে মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, রহস্য সন্দর্ভ, ইংলিসম্যান ও মধ্যস্থ সম্যক প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদর্শনে এসমস্ত সম্বন্ধে নিন্দা কেন করা হইয়াছে বুঝাযায় না। এই গ্রন্থের সর্ব্বাংশ বঙ্গ দর্শনে দুষ্ট এবং ৫ স্তম্ভ সমালোচনা দ্বারা পাঠকগণকে এক প্রকার জুজু বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ বিবেচনা করাতে বোধ হইল যে সমালোচনাটী যোগ্য হয় নাই এবং স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের প্রতি অতি অসৌজন্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার দুই একটী প্রমাণ নিম্নে দিতে বাধ্য হইলাম। সমালোচক "মহাদেবের মত আর কিছু থাকুক বা না থাকুক আফিম খেকো পেটটী ছিল' ইহাতে কি অশ্লীলতা পাইয়াছেন আমরা বুঝিতে পারি না। "সাড়ে চারি হাত ধুতির কোচা তাঁহার মুখ পর্য্যন্ত তুলিলে কাপড় পরা বৃথা হয় তা কি করেন? দুর্গেশ নন্দিনীর এই খেঁউড়টী কি রস ও কি কবিত্ব প্রকাশক? প্রতিপরিচ্ছেদে নিধুবাবু, নিতাইদাস, রামবসু, রাশু নৃসিংহ, দাসুরায়, ভারতচন্দ্র, কৃষ্ণ দাস বৈরাগী, গোপালে উড়ে প্রভৃতির গীত তোলায়; মাধবের নিজ কনিষ্ঠা ভগিনীর ললাট চুম্বনে; মাধবের প্রতি রাজা বাবু প্রয়োগে শিক্ষা রুচি ও জ্ঞানের অপকর্শতা দেখিনা। যাঁহারা ডনজুয়ান হইতে পদ উদ্ধৃত করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অপরের রুচ্যাদির দোষ দেওয়া অন্যায়। বিশেষতঃ গ্রন্থের কোন স্থল উদ্ধৃত করণ কালে "কোন কথার' পরিবর্ত্তে "কথা' ও "নৈয়ায়িক নাস্তিকের' পরিবর্ত্তে "নৈয়ায়িক" দেওয়ায় অতি অসৌজন্য প্রকাশ হইয়াছে। যদি ভ্রম বশতঃ হইয়া থাকে তবে আমরা কিছু বলিনা নচেৎ আমাদিগের বিবেনায় বোধ হয় যে মধ্যস্থের "ইহা বহুগুণান্বিত এক খানি চমৎকার গ্রন্থ। এরূপ ঐতিহাসিক নবন্যাস পাঠ করিয়া ইচ্ছা করে এরূপ আরো হউক। ইহার বিশেষ গুণ এই, আজ কাল যত নবন্যাস প্রচার হইতেছে তাহাতে বিদেশীয় গন্ধ থাকে, ইহাতে তাহা নাই মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় "যে স্থানে নায়ক উপস্থিত করিয়াছিল সকলকেই সজীব ও স্বভাবে রাখিয়াছিল" রহস্য সন্দর্ভের "ইহার পুরুষগুলির ব্যবহার যথা লিখিত দেশের ব্যবহার বহির্ভূত নহে এবং পরিচ্ছদাদিও দেশ বিরোধী নহে। এগ্রন্থের ভিতর শাটী পরা বিবি নাই" ও ইংলিসম্যানের "the characters are naturally drawn" প্রভৃতি বাক্যে সমালোচকের মনে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল।

—:০:—

## প্রেরিত।

### লাহোর।

সীকেরা সভাবতঃ যেমন বলিষ্ঠ তেমন আবার বিনয়ী ও সহিষ্ণু। ইহারা প্রায়ই স্বাধীন ভাবে আজিও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাদিগের অধিকাংশ প্রায় কৃষক ও সূত্রধার। অতি অল্প লোকে দাসত্ব করিয়া থাকে। এক জন বিদেশী দেখিলে তিনি আশ্চার্য্য হইবেন যে, সুত্রধারের কার্য্য ইহাদিগের দ্বারা কেমন সম্পন্ন হয়। কেহ২ ভাল ভাল মিস্ত্রী হইয়াছে; এমনকি বিলাতি কার্য্য ইহাদের দ্বারা অতি সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়; অন্য লোকে বুঝিতে পারে না যে ইহা এখানে প্রস্তুত হইয়াছে কি না। পঞ্জাব রেলওয়ের অধিকাংশ ছুতোর মিস্ত্রি সীক্। সম্প্রতি এখানে একটী আশ্চার্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। লোকোমোটীভ্ কারখানাতে অনেক সীক্ ছুতোর আছে, একদিন উক্ত কারখানার এক জন ফোরম্যান সাহেব ইহাদিগের নিকট হইতে কোন অস্ত্র লইয়া যায়, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া দেয় নাই, আর এক দিন অন্য কোন অস্ত্র চাওয়াতে তাহারা দিতে অস্বীকার করে, তাহাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেবী চাল আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুই একটা ঘুসো লাথি জুতা প্রভৃতিও দিয়াছিলেন। ক্রমে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিকটে এক খানি কুড়ালী থাকায় তাহার দ্বারা মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যদ্যপি নিকটে অন্য লোক না থাকিত, তাহা হইলে বোধি করি তাহার দ্বারাই একটী প্রাণী হত্যা করিতেন। সে কুড়ালী খানি এক জন সীক্ কাড়িয়া লয়। সাহেব তাহাতে রাগান্ধ হইয়া এক কাষ্ট খণ্ডের দ্বারা এক জনের মাথায় সাজারে আঘাত করে তাহাতে সে ব্যক্তি বিশেষ আহত হইয়া সাহেবের প্রতি আক্রমণ করে ও দুই এক ঘাও দিয়াছিল। সাহেবের বিশেষ আঘাত লাগে নাই, এমন সময়ে কারখানার প্রধান ফোরম্যান সাহেব স্বজাতীয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সীক্দের পুনরায় আঘাত করেন। সাহেব রাষ্ট্র করেন যে, কতকগুলিন কুকা খেপিয়া তাঁহার প্রতি আক্রমণ করে ও তিনি নিজে লালীশ করেন দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ মিথ্যা নালিশে উক্ত সীকদের এক জনের এক বৎসরের ও অপর জনের চারি মাসের কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারা বাস আজ্ঞা হইয়াছে। অপর জন কতক সীকের কর্ম্ম গিয়াছে।

১২ ফেব্রুয়ারী এখানে ঠিক দুই প্রহরের সময় ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে এদেশীয়েরা ইহাকে 'পাঁতজাল' বলে। আমাদের দেশে যেমন ভূমিকম্পের সময় শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ হইয়া থাকে, এদেশে সেরূপ হয়না। উক্ত ভূমি কম্প প্রায় ১ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল ইহাতে

সহরের অনেক ভগ্ন গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। কিন্তু যে কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় নাই। যদি উহা অধিক কাল স্থায়ী হইত, তাহাহইলে সহরের বোধ করি অধিকাংশ বাটী পড়িয়া যাইত। সহরে এত পুরাতন বাটী আছে যে, দেখিলে আশঙ্কা হয় ও নিকট দিয়া যাইতে সাহস হয় না। আমাদের দেশের মতন যদি ঝড় ও বৃষ্টি এক দিন হয়, তাহা হইলে লাহোরের বোধ করি সকল বাটী ভূমিসাৎ হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের এ সকল পুরাতন বাটীর দিকে দৃষ্টি করা উচিত।

এখানে একজন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত আসিয়াছেন। আজকাল যেমন কলিকাতায় পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীকে লইয়া মহা আন্দোলন হইতেছে, এখানেও তেমন উক্ত পণ্ডিতকে লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতেছে। ইহার নাম সুধানন্দ স্বামী। কিন্তু সুধানন্দ পরিবর্ত্তে ক্রোধানন্দ বলিলে ভাল হইত। কারণ ইঁহার অত্যন্ত উগ্র স্বভাব; একটু বেদান্তিক মতের বিপরীত কথা বলিলে ইনি রাগে কাঁপিয়া উঠেন, এমন কি কটুকথা কহিতেও বিলম্ব করেন না। এখানে একদিন ব্রাহ্ম বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের সহিত ইঁহার তর্ক হইয়াছিল। নবীন বাবু যখন শাস্ত্র হইতে বেদান্তিক মতের বিপরীত বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ইনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বাবু অত্যন্ত নম্রস্বভাব বলিয়া তাঁহার রাগ দেখিয়া নিস্তব্ধ হইলেন ও বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত হওয়াতে আপাতত বিচার স্থগিত রাখিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী যেমনধীর ও শান্তপ্রকৃতি, ইনি সেরূপ নহেন। দয়ানন্দ সরস্বতী যেমন অনর্গল সংস্কৃতে বাক্যালাপ করিয়া থাকেন, ইনি তেমনি হিন্দিতে কহিয়া থাকেন। কথা বার্ত্তাতে বোধ হইল যে, ইনি দয়ানন্দ সরস্বতীর উপর বড় বিরক্ত। সে দিবস কথা কহিতে ২ বলিলেন যে "দয়ানন্দ সরস্বতীর মুখ অল্প, কিন্তু হাঁ অধিক।

১২ই তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সিরসা ষ্টেসনে আপ মেল গাড়িতে ভয়ানক বিপদ হইয়াছে। একখানি গাড়ি পুড়িয়া গিয়াছে ও ৪।৫ খানা গাড়ী রেল হইতে পড়িয়া যায়। নিশ্চয় বলা যায় না যে, কোন প্রাণী নষ্ট হইয়াছে কিনা, কিন্তু অনেকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই গাড়ী এখানে ১৪ ই বেলা দেড়টার সময় আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা না আসিয়া অপরাহ্ণ ৭॥ টার সময় আসিয়াছে। সেই জন্য কলিকাতার পত্রাদি কিছুই পাওয়া যায় নাই।

—:।:—


## বিজ্ঞাপন।

১৮৭৩ সালের বাঙ্গালা, মাইনর ও দেশীয় ভাষায় ছাত্রবৃত্তির নিমিত্ত।

**জমীদারী ও মহাজনী হিসাব, বাজার হিসাব সহিত।**

৪র্থবার মুদ্রিত মূল্য ।৶০

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর গণের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।
তা, নর্ম্মাল স্কুল।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" আদি ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ॥০ আনা। ডাকমাসুল সমেত ॥/০।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০।৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত সাপ্তাহিক পুস্তক পঞ্জিকা, সমাচার সংগ্রহ, জাহাজী সংবাদ, আমদানী, রপ্তানী, বাজার দর, খরিদ বিক্রী উপস্থিত গণনা, রাজআইন, শিক্ষা ব্যাপার, বৈষয়িকব্যাপার, সাংসারিকব্যাপার, সামাজিক ব্যাপার, গুরু ও শিষ্যের বিচার, সমাজদর্পণ, সাহিত্যমুকুর, সাহিত্য সংগ্রহ এবং অন্যান্য নানা প্রকার নিত্য আবশ্যকীয় বিষয় সকল প্রপূরিত একখানি গ্রন্থ প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ হয়। ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮, ষাণ্মাসিক ৪॥০ এবং ত্রৈমাসিক ২॥০ কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রে পত্র লিখিলে পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত,
সহকারীসম্পাদক।

ভ্রমকৌতুক নাটক।

সেক্সপিয়ার।

শোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নামে পত্র লিখিবেন। মূল্য আট আনা, মফস্বলে ডাক মাসুল দুই আনা।

নিম্ন লিখিত পুস্তকদ্বয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞানসার।

উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শারীয় প্রকৃতিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রসায়ণ প্রভৃতি ৬৩ খানি চিত্রসহ লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২২ পৃষ্ঠা। পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৵০ আনা।

লীলাবতী (১ম ভাগ)।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত অঙ্ক পুস্তক। পাটিগণিতের অনেক সহজ সঙ্কেত ইহাতে আছে। মূল্য ॥০ আনা ডাক মাসুল /০ আনা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

ADVERTISEMENTS.

FOR SALE.

Uncovenanted Civil Service Code shewing new leave, Acting allowance, Pension and travelling allowance rules. Price Rupees two only. Apply to Baboo Bholanauth Sen, Treasury Building, Calcutta.

হিন্দু আচার ব্যবহার, প্রথম ভাগ।

Hindoo manners and customs. Part I. A lecture delivered at the National Society, by Mano Mohana Basu. Price 6 annas, Postage one anna.

To be had at the Sanscrit Press Depository and Madheastha Press.

## জমিদারী, মহাজনী ও বাজার হিসাব, বাঙ্গলা দেশের জমিদারী, রাজস্ব ও মহাজনীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের পাঠার্থ।

হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মূল্য ॥০ আট আনা। ডাকমাশুল /০ এক আনা।

১০ নম্বর ক্রাউচস্ লেন, নেড়াগির্জ্জা, নিউ স্কুলবুক প্রেসে প্রাপ্তব্য।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

| | কলিকাতার নিমিত্ত | মফঃস্বলের নিমিত্ত |
|---|---|---|
| বার্ষিক | ৬॥০ | ৮ |
| ষাণ্মাসিক | ৩৸০ | ৪॥০ |
| ত্রৈমাসিক | ২।৵০ | ২৸০ |
| এক খণ্ড | ।০ | ।১০ |

অনগ্রিম মূল্য।

| | | |
|---|---|---|
| বার্ষিক | ৮॥০ | ১০ |

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

| | |
|---|---|
| প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার | ৵০ |
| চতুর্থ ও ততোধিকবার | /১০ |

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।


এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটি হইতে প্রতি বুহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রয়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়